



243836 - পবিত্রতা ও অন্যান্য বিষয়ে বাধ্যগত শুচিবায়ু থেকে মুক্তির সফল উপায়

প্রশ্ন

বীর্য বরে হওয়ার ব্যাপারে আমি সন্দেহে পড়ে গেছি। যখন আমি নিশ্চিতি হতে চাইলাম দেখলাম যে, এর রঙ হলুদ ও শুকনো; মজরি বপিরীত। মজরি তো পচ্ছিলি। কিন্তু বীর্যের বশেষটি হলো বরে হওয়ার সময় অনুভব হওয়া এবং বরে হওয়ার পর নসিত্তেতা অনুভব করা। আমি এর কিছুই অনুভব করিনি। আমি জানি বীর্যের গন্ধ খজুর গাছের মঞ্জুরীর গন্ধের মত। কিন্তু খজুর গাছের মঞ্জুরীর গন্ধ কমনে আমি সটো জানি না। আমি জানি যে, শুকিয়ে গেলে এর গন্ধ ডিমের গন্ধের মত হয়। আমি যখন নিশ্চিতি হতে গেলাম তখন এর গন্ধ পলোম; কিন্তু সটো ডিমের গন্ধের মত নয়। তাছাড়া আমি যখন ঘুম থেকে জাগিতখন কিছুটা ভজো পাই; অথচ আমার স্বপ্নদোষ হয়নি। এমতাবস্থায় বীর্য থেকে; আমি বুঝতে চাচ্ছি সন্দেহের অবস্থা থেকে গোসল করা কি জায়গে হবে? আমি সতর্কতামূলক গোসল করতে চাই; সটো কি জায়গে? বীর্য থেকে গোসল, হায়ে থেকে গোসল ও ইসলামে প্রবশে করার গোসল একত্রে করা কি সঠিক হবে? আমি জানি যে, হায়েয়ের পূর্বই বীর্য থেকে গোসল করা আমার উপর ওয়াজবি। কিন্তু যখনই আমি ইসলামে প্রবশেরে গোসল করতে যাই তখনই আমি গোসলের শুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাই। তাই আমি বীর্য থেকে গোসল করিনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রিয় প্রশ্নকারী বোন, আপনার প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট যে, আপনি পবিত্রতা সংক্রান্ত শুচিবায়ুতে আক্রান্ত। কেননা আপনি ইসলামে প্রবশেরে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করছেন; অথচ আলহামদু লিল্লাহ্ আপনি মুসলমি। শুচিবায়ু একটি কঠিন ব্যাধি। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে সুস্থ করে দেন।

ইবনে হাজার হাইতামীকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: “শুচিবায়ুর কি কোন চিকিৎসা আছে? তিনি এই বলে জবাব দেন: এর কার্যকরী ঔষধ একটাই সটো হচ্ছ-শুচিবায়ুকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া; এমনকি মনের মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও। কেননা কটে যদি সটোকে ভরুক্ষেপে না করে তাহলে সটো স্থির হবে না। কিছু সময় পর চলে যাবে; যমেনটি তাওফকিপ্ৰাপ্ত লোকেরা যাচাই করে পেয়েছেন। আর যে ব্যক্তি শুচিবায়ুকে পাত্তা দবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে সে ব্যক্তির শুচিবায়ু বাড়তেই থাকবে; এক পর্যায়ে তাকে পাগলের কাতারে নিয়ে পট্টোঁছাবে কিংবা পাগলের চয়েও নকিষ্ট পর্যায়ে পট্টোঁছাবে। যমেনটি আমরা অনেকে মানুষের মাঝে দেখেছি, যারা শুচিবায়ুতে আক্রান্ত হয়ে এতে কান দিয়েছেন এবং এর শয়তানের কথা শুনছেন। যে শয়তানের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে বলেছেন: “তোমরা পানি ব্যবহারে

কুমন্ত্রণাদাতা (শয়তান) থেকে বঁচে থাক, যাকে ‘ওয়ালাহান’ ডাকা হয়”। অর্থাৎ অহতুক কাজ করানো ও বাড়াবাড়ি কুমন্ত্রণা দায়ের কারণে তাকে এই নামে ডাকা হয়। সহি বুখারী ও সহি মুসলমি আমি যি পরামর্শ দিচ্ছে এর সমর্থনমূলক বর্ণনা এসছে যে, যে ব্যক্তি শুচবায়ুতে আক্রান্ত হয়েছে সে যেন ‘আউযুবল্লাহ্’ পড়ে এবং (দুঃশ্চিন্তাকে বাড়তে না দিয়ে) থমে যায়। আপনি এ উপকারী ঔষধটি একটু ভবে দেখুন; যে ঔষধটির উম্মতকে শখিয়িচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি মিনগড়া কোন কথা বলেন না। জনে রাখুন, যে ব্যক্তি এই ঔষধ অবলম্বন করা থেকে বঞ্চিত হলো সে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো। কেননা, সর্বসম্মতক্রমে শুচবায়ু শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর এই লানতপ্রাপ্ত শয়তানের সর্বাত্মক উদ্দেশ্য হচ্ছে – মুম্নিকে বহিরান্তরি ডোবাত ফলে দয়ো, পরেশোন করে রাখা, জীবনকে ভাঙ্করান্ত করে তোলো, অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বধিদময় করে ফলো; যাতে এক পর্যায়ে তাকে ইসলাম থেকে এমনভাবে বরে করে ফলেতে পারে যে সে টরেও পাবে না। (নশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর।)”[সূরা ফাতরি, আয়াত: ৬][আল-ফাতাওয়াল ফকিহিয়্যাল কুবরা (১/১৪৯)]

ওহে আল্লাহর বান্দী! জনে ননি বাধ্যগত শুচবায়ু অন্য সব রোগের মত একট রোগ। পরচিতি ঔষধের মাধ্যমে এর নরিময় রয়েছে। এর আচরণ চকিৎসাও রয়েছে। আমরা মনে করি একত্রে উভয় চকিৎসা করা রোগীর জন্য কার্যকরী এবং তার আরোগ্য লাভের ক্ষত্রে আশাব্যঞ্জক। তাই আপনি যদি কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নজিকে পশে করেনে ইনশাআল্লাহ্ সটে আপনার জন্য ভাল।

ইতপূর্ববে আমরা উল্লেখ করেছি যে, শুচবায়ু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ও ব্যক্তি এটাকে পাত্তা না দায়ের মাধ্যমে দূর হয়। তা জানতে 20159 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

পক্ষান্তরে, জাগ্রত অবস্থায় আপনি বীর্য বরে হওয়ার সন্দেহে করলে এতে গোসল ফরজ হওয়া আরোপতি হয় না। কেননা সন্দেহের ভিত্তিতে কোন কিছু আরোপতি হয় না।

আর যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জগে তার কাপড়ে ভজো পায় তার তনিটি অবস্থার কোন একটি অবস্থা হতে পারে; যা ইতপূর্ববে 22705 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছে।

এ অবস্থায় আমরা আপনার জন্য সতর্কতামূলক গোসল করাকে সঠিক মনে করি না। কেননা সতর্কতা গ্রহণ করা তার জন্য ঠিকি যে শুচবায়ুগ্রস্ত নয়। শুচবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সতর্কতার উপর আমল করে তাহলে এতে করে তার শুচবায়ু আরও বড়ে যাবে এবং শুচবায়ুর উপর আমল করা হবে। এভাবে সে মহা সংকটে পড়ে যাবে। বরং এর ফলে তার গোটো দ্বীনদারি নিষ্ট হয়ে যতে পারে; যা অনেকে শুচবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষত্রেই ঘটছে; যা প্রত্যক্ষকৃত ও সবার জানা।

জানাবাত (অপবিত্রতা)-এর গোসল ও হাযযেরে গোসলকে একত্রে করা জাযযে। ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (১/১৬২) বলেন: “যদি গোসল ফরয হওয়ার দুটো কারণ একত্রে হয়; যমেন- হাযযে ও জানাবাত কহিবা সহবাস ও বীর্যপাত এবং ব্যক্তি



যদি পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে উভয়টির নিয়ত করে তাহলে সেটা জায়গে হবে। এটি অধিকাংশ আহলে ইলমের অভিমত।
তাদের মধ্যে রয়েছেন- আতা, আবুয যনাদ, রাবীআ, মালকি, শাফয়ে, ইসহাক ও কয়্যাসবাদীরা।”[সমাপ্ত]

আর ইসলামে প্রবশেরে নামায এটি মূলতঃই আপনার জন্য শরয়িতসদিধ নয়। যহেতে আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি মুসলমি।
আপনি ইসলাম ত্যাগ করেননি। কিন্তু শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে যাত করে কষ্ট দিতে পারে এবং ধর্মকে আপনার
কাছে অপছন্দনীয় করে তুলতে পারে। তাই আপনি এসব শূচবায়ু থেকে থেকে মুখ ফরিয়ে ননি; যার পরণাম ভয়াবহ।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।